শিক্ষক-শিক্ষিকার বদলি রুখতে সড়ক অবরোধ

শালকুমারহাট, ২২ ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল খুলেছে। এর মধ্যেই একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষিকার বদলি হওয়ায় সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হয় পড়ুয়ারা। শিক্ষকদের বদলি রুখতে ছাত্রছাত্রীদের এই অবরোধে নেতৃত্ব দেয় ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই। সূত্রের খবর, এমনিতেই বহু বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। তার ওপর বহু শূন্যপদ থাকায় পঠনপাঠনে সমস্যা হচ্ছে। তাই এদিন পথে নামে পড়ুয়ারা। খবর পেয়ে অবরোধস্থলে পৌঁছোয় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। পরে ওসি পিটি ভুটিয়ার আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় পড়ুয়ারা।

করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রায় এক বছর স্কুল বন্ধই ছিল। সম্প্রতি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস শুরু হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পড়ুয়ারাও ক্লাসে আসছে। এই পরিস্থিতিতে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ইংরেজির শিক্ষক চিন্ময় রায় ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা ইশারা দাসের জেনারেল ট্রান্সফারের জন্য শিক্ষা দপ্তর থেকে চিঠি আসে। এই দুজন শিক্ষক-শিক্ষিকা যে বদলির আবেদন করেছিলেন, সে বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানত না। এদিকে, সরকারি নির্দেশে গত ২০ ফেব্রুয়ারি স্কুলের তরফে দুজনকেই রিলিজ অর্ডার দেওয়া হয়। এই বিষয়টি চাউর হতেই পড়ুয়া, অভিভাবক ও ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পড়ুয়াদের একাংশকে নিয়ে এদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে স্কুলের সামনেই শালকুমারহাট-শিলবাড়িহাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করে ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই। সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অবরোধের পাশাপাশি বিক্ষোভও চলে।

শালকুমারহাটে স্কুল পড়ুয়াদের পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ। ছবি : সুভাষ বর্মন

দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া মনোজিৎ কীর্তনিয়া ও জুঁই মৃধার বক্তব্য, স্কুলে এমনিতেই শিক্ষকের অভাব। শিক্ষকদের বদলি হলে পড়াশোনায় দারুণ ক্ষতি হবে। অভিভাবক বিনোদ বর্মন বলেন, 'স্কুলের এই অরাজক পরিস্থিতিতে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। নিয়োগ না করে শিক্ষক বদলি মেনে নেওয়া যায় না।' ডিওয়াইএফআই-এর আলিপুরদুয়ার পশ্চিম-১ কমিটির সম্পাদক মহানন্দ বিশ্বাস বলেন, 'শূন্যপদ পূরণ না করে এভাবে শিক্ষক বদলি করা যাবে না।' এসএফআই-এর শালকুমারহাট ইউনিট কমিটির সম্পাদক কুন্তল রায় বলেন, 'শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষক বদলি আটকানোর দাবি পূরণ না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।'

পথে পড়ুয়ারা

- ১৮ ফেব্রুয়ারি ইংরেজির দুজনের জেনারেল ট্রান্সফারের জন্য শিক্ষা দপ্তর থেকে চিঠি আসে
- তাঁরা যে বদলির আবেদন করেছিলেন, সেবিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানত না
- এদিকে সরকারি নির্দেশে গত ২০ ফেব্রুয়ারি স্কুলের তরফে দুজনকেই রিলিজ অর্ডার দেওয়া হয়
- এই বিষয়টি চাউর হতেই পড়ুয়া, অভিভাবক ও ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে

স্কুল সূত্রে খবর, শালকুমারহাট হাইস্কুলে বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা ১,৪৮৭। শিক্ষকের শূন্যপদ ১৪টি। প্রধান শিক্ষক সহ সহকারী শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১৪ জন। ১০ জন প্যারাটিচারের মধ্যে ৫ জন ইতিমধ্যে অন্য চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছেন। অথচ এই স্কুলে প্রায় ৮-৯ বছর থেকে সেভাবে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। প্রধান শিক্ষক রঞ্জন রায় বলেন, 'ইংরেজির একজন শিক্ষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন শিক্ষিকার জেনারেল ট্রান্সফার হয়েছে। দুজন যে বদলির আবেদন করেছিলেন সেটাও আমাদের জানা ছিল না। তবে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী দুজনকে রিলিজ অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনও শিক্ষক না থাকায় পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে।' বদলি হওয়া ইংরেজির শিক্ষক চিন্ময় রায় বলেন, 'আমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ছিল প্রায় ৩৮ কিমি। বাড়িতে বৃদ্ধা মা একাই থাকেন। নতুন নিয়মে বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ২৫ কিমির বেশি হলেই বদলির আবেদন করা যায়। সেই হিসেবেই আমি শিক্ষা দপ্তরে আবেদন করেছিলাম।' ফোন না তোলায় এ ব্যাপারে ডিআই আশানুর করিমের বক্তব্য জানা যায়নি। আলিপুরদুয়ার-১'র বিডিও শ্রেয়সী ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

প্রশাসনের আশ্বাসে ট্রেনিংয়ে ডাক বিশেষভাবে সক্ষমদের

বেলাকোবা, ২২ ফেব্রুয়ারি : নিজেদের দাবি তুলে ধরতে আসন্ন নির্বাচনে বিধানসভা আসনে কোটার দাবি জানাল উত্তরবঙ্গ প্রতিবন্ধী সংগ্রাম সমিতি।

উত্তরবঙ্গ প্রতিবন্ধী সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপদতারণ দাসের অভিযোগ, লিখিত আবেদনপত্র সহ প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের জেরক্স জেলা নির্বাচন কার্যালয়ে জমা দেওয়া সত্ত্বেও নাম কাটা দূরে থাক, ৮০-৯০ শতাংশ দৃষ্টিহীন কর্মচারী স্ত্রী অথবা অন্যদের সাহায্য নিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বিপদতারণবাবু বলেন, 'বিশেষভাবে সক্ষমরা নাম বাতিলের জন্য জেলার পোলিং পার্সোনেল সেলের (পিপি সেল) ড্রপবাক্সে আবেদনপত্র জমা দিলেও তাঁদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি।' অবিলম্বে সমস্যার নিষ্পত্তি না হলে সংগঠনের তরফে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া হবে বলে তিনি জানান।

এর আগে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু জানিয়েছিলেন, আবেদনপত্র সহ প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের ফোটোকপি তাঁর দপ্তরে জমা দিলে কর্মচারীদের নাম বাদ দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের সবাইকে ভোটের প্রশিক্ষণ নিতে হচ্ছে। তাই নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে বিধানসভা নির্বাচনে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানান বিপদতারণবাবু।

এ ব্যাপারে জেলা শাসকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তা সম্ভব হয়নি।

উত্তরবঙ্গে প্রার্থী দিতে পারে এনপিপি

বাগডোগরা, ২২ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স সহ উত্তরবঙ্গে প্রার্থী দিতে পারে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)। সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা মেঘালয়ের ক্যাবিনেট মিনিস্টার জেমস পিকে সাংমা এ কথাই জানালেন।

এদিন কালিম্পংয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে সাংমা বলেন, 'আমরা তরাই, ডুয়ার্স, পাহাড় এবং উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকায় প্রার্থী দিতে চাই। এখনও পর্যন্ত এককভাবেই লড়াই করার পরিকল্পনা রয়েছে। কোনও দলের সঙ্গে সমঝোতা করা নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।'

দলের জাতীয় সম্পাদক শশাঙ্ক গতরাজ বলেন, 'আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে ঘুঁটি সাজাচ্ছি। সাংগঠনিক কাজকর্ম চলছে। নির্বাচন এলেই সব কিছু পরিষ্কার হবে।'

দলের কালিম্পং জেলার সভাপতি দেবেন্দ্র দাহাল বলেন, 'পাহাড়ে অনুন্নয়ন, দুর্নীতি নিয়ে নির্বাচনি প্রচার চালাব। বর্তমানে আমাদের সংগঠনের শক্তি অনেকটাই বেড়েছে। বিরোধীদের পায়ের নীচের মাটি দুর্বল হয়েছে।' এদিন সাংমাকে স্বাগত জানাতে দলের নেতা-কর্মীরা কালিম্পং থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আসেন।

জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসে দুই নাম

জলপাইগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কংগ্রেস দুটি বিধানসভা আসনে জোটের ফর্মুলা অনুসারে প্রার্থী দেবে।

জলপাইগুড়ি আসনে ডঃ সুখবিলাস বর্মার নাম চূড়ান্ত হলেও নাগরাকাটা আসনে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন ভগবানদাস ওরাওঁ এবং সুগ্রীব সুব্বা। নাগরাকাটা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা দুই প্রার্থীর নাম জেলা কংগ্রেসের মাধ্যমে রাজ্য কংগ্রেসের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে এখনও কোন কোন আসনে বাম এবং কংগ্রেস ভাগ করে নেবে তা চূড়ান্ত হয়নি।

তৃণমূলের 'কাটা ঘায়ে নুন'
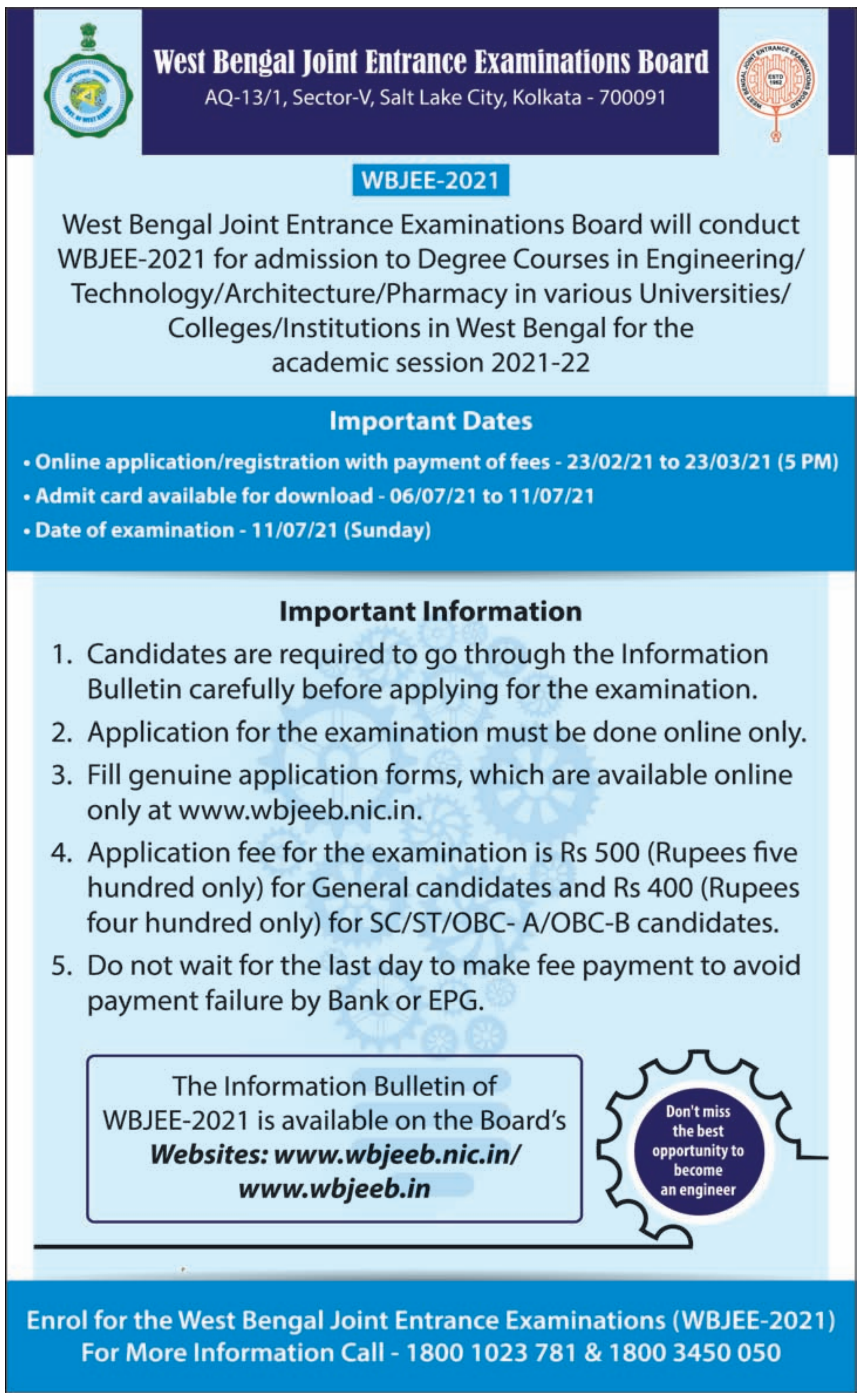
চালসা, ২২ ফেব্রুয়ারি : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিতালি রায়কে এক ঢিলে মারতে চাইছে নাগরাকাটার বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা। শনিবার নাগরাকাটার সভায় নাম না করে শুক্রা মুন্ডাকে আক্রমণ করেন অভিষেক। সোমবার শুক্রা মুন্ডা এক ভিডিও বার্তায় বলেন, 'আমাকে অভিষেক ক্ষতিকর পোকামাকড় বলেছিলেন। আজ তাঁর বাড়িতে সিবিআই হানা দিয়েছে। জানতে পারলাম ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায় চাকরি দেওয়ার নামে বহু টাকা নিয়েছেন। তৃণমূল নেতারা দুর্নীতিবাজ। অনেকের বিরুদ্ধে দলে অভিযোগ জমা পড়লেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।'